B.B. 9095

Dalghar

Rauchify and lead

Arany Banerjee

ডাকঘর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ছয় আনা

প্রকাশক

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

চাকরবকরা—পৃ ৪০

ডাকঘর

১

মাধবদত্ত

মুস্কিলে পড়ে গেছি। যখন ও ছিল না, তখন ছিলই না—কোনো ভাবনাই ছিল না। এখন ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে বস্‌ল; ও চলে গেলে আমার এ ঘর যেন আর ঘরই থাক্‌বে না। কবিরাজ মশায় আপনি কি মনে করেন ওকে—

কবিরাজ

ওর ভাগ্যে যদি আয়ু থাকে তাহলে দীর্ঘকাল বাঁচতেও পারে কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে যে রকম লিখ্‌চে তাতে ত—

মাধবদত্ত

বলেন কি?

কবিরাজ

শাস্ত্রে বল্‌চেন

পৈত্তিকান্ সন্নিপাতজান্ কফবাতসমুদ্ভবান্—

মাধবদত্ত

থাক্ থাক্ আপনি আর ঐ শ্লোকগুলো আওড়াবেন না—ওতে আরও আমার ভয় বেড়ে যায়। এখন কি করতে হবে সেইটে বলে দিন।

কবিরাজ (নস্য লইয়া)

খুব সাবধানে রাখ্‌তে হবে।

মাধবদত্ত

সে ত ঠিক কথা কিন্তু কি বিষয়ে সাবধান হতে হবে সেইটে স্থির করে দিয়ে যান।

কবিরাজ

আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি ওকে বাইরে একেবারে যেতে দিতে পারবেন না।

মাধবদত্ত

ছেলেমানুষ, ওকে দিনরাত ঘরের মধ্যে ধরে রাখা যে ভারি শক্ত।

কবিরাজ

তা কি করবেন বলেন! এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায় দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ—কারণ কিনা শাস্ত্রে বল্‌চে—

অপস্মারে জ্বরে কাশে কামলায়াং হলীমকে—

মাধবদত্ত

থাক্ থাক্ আপনার শাস্ত্র থাক্। তাহলে ওকে বন্ধ করেই রেখে দিতে হবে—অন্য কোন উপায় নেই ?

কবিরাজ

কিছু না, কারণ,—পবনে তপনে চৈব—

মাধব

আপনার ও চৈব নিয়ে আমার কি হবে বলেন ত! ও থাক্‌না—কি করতে হবে সেইটে বলে দিন্! কিন্তু আপনার ব্যবস্থা বড় কঠোর! রোগের সমস্ত দুঃখ ও বেচারা চুপ করে সহ্য করে—কিন্তু আপনার ওষুধ খাবার সময় ওর কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়।

কবিরাজ

সেই কষ্ট যত প্রবল তার ফলও তত বেশী—তাইত মহর্ষি চ্যবন বলেছেন—

ভেষজং হিতবাক্যঞ্চ তিক্তং আশু ফলপ্রদং।

আজ তবে উঠি দত্ত মশায়!

(প্রস্থান)

(ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ)

মাধব

ঐরে ঠাকুর্দ্দা এসেছে! সর্ব্বনাশ করলে!

ঠাকুর্দ্দা

কেন? আমাকে তোমার ভয় কিসের?

মাধব

তুমি যে ছেলে ক্ষেপাবার সর্দ্দার।

ঠাকুর্দ্দা

তুমি ত ছেলেও নও, তোমার ঘরেও ছেলে নেই,—তোমার ক্ষ্যাপবার বয়সও গেছে—তোমার ভাবনা কি ?

মাধব

ঘরে যে ছেলে একটি এনেছি।

ঠাকুর্দ্দা

সে কি রকম ?

মাধব

আমার স্ত্রী যে পোষ্যপুত্র নেবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল।

ঠাকুর্দ্দা

সে ত অনেকদিন থেকে শুনচি, কিন্তু তুমি যে নিতে চাও না !

মাধব

জানত ভাই অনেক কষ্টে টাকা করেছি, কোথাথেকে পরের ছেলে এসে আমার বহু পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করতে থাক্‌বে সে কথা মনে করলেও আমার খারাপ লাগত। কিন্তু এই ছেলেটিকে আমার যে কিরকম লেগে গিয়েছে—

ঠাকুর্দ্দা

তাই, এর জন্যে টাকা যতই খরচ করচ ততই মনে করচ সে যেন টাকার পরম ভাগ্য !

মাধব

আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মত ছিল—না করে কোনোমতে থাক্‌তে পারতুম না। কিন্তু এখন যা টাকা করচি সবই ঐ ছেলে পাবে জেনে, উপার্জ্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্চি।

ঠাকুর্দ্দা

বেশ, বেশ ভাই, ছেলেটি কোথায় পেলে বল দেখি!

মাধব

আমার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো। ছোটবেলা থেকে বেচারার মা নেই। আবার সেদিন তার বাপও মারা গেছে।

ঠাকুর্দ্দা

আহা! তবে ত আমাকে তার দরকার আছে।

মাধব

কবিরাজ বলচে তার ঐটুকু শরীরে এক সঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা যে রকম প্রকুপিত হয়ে উঠেছে তাতে তার আর বড় আশা নেই। এখন একমাত্র উপায় তাকে কোনো রকমে এই শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে বাঁচিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখা। ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়ো বয়সের খেলা—তাই তোমাকে ভয় করি।

ঠাকুর্দ্দা

মিছে বলনি—একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছি আমি, শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মত। কিন্তু ভাই ঘরে ধরে রাখবার মত খেলাও আমি কিছু জানি। আমার কাজকর্ম্ম একটু সেরে আসি তার পরে ঐ ছেলেটির সঙ্গে ভাব করে নেব।

(প্রস্থান)

(অমলগুপ্তের প্রবেশ)

অমল

পিসে মশায়!

মাধব

কি অমল!

অমল

আমি কি ঐ উঠোনটাতেও যেতে পারব না?

মাধব

না, বাবা!

অমল

ঐ যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন? ঐ দেখ যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উ ভর দিয়ে বসে কাঠ-বিড়ালী কুটুস্ কুটুস্ করে খাচ্ছে ওখানে আ যেতে পারব না?

মাধব

না বাবা!

অমল

আমি যদি কাঠবিড়ালী হতুম তবে বেশ হত! কিন্তু পি মশায়, আমাকে কেন বেরতে দেবেনা?

মাধব

কবিরাজ যে বলেছে বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে।

অমল

কবিরাজ কেমন করে জানলে?

মাধব

বল কি অমল? কবিরাজ জানবে না? সে যে এত বড় পুঁথি পড়ে ফেলেছে।

অমল

পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জান্‌তে পারে ?

মাধব

বেশ ! তাও বুঝি জান না ?

অমল

(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছুই পড়িনি—তাই জানি নে।

মাধব

দেখ, বড় বড় পণ্ডিতরা সব তোমারই মত—তারা ঘর থেকে ত বেরয় না।

অমল

বেরয় না ?

মাধব

না, কখন বেরবে বল ? তারা বসে বসে কেবল পুঁথি পড়ে—আর কোনোদিকেই তাদের চোখ নেই।

অমলবাবু, তুমিও বড় হলে পণ্ডিত হবে—বসে বসে এই এত বড় বড় সব পুঁথি পড়বে—সবাই দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে !

অমল

না, না, পিসেমশায় তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হবনা, পিসেমশায় আমি পণ্ডিত হবনা !

মাধব

সে কি কথা অমল ? যদি পণ্ডিত হতে পারতুম তাহলে আমি ত বেঁচে যেতুম !

অমল

আমি, যা আছে সব দেখব—কেবলি দেখে বেড়াব।

মাধব

শোনো একবার! দেখবে কি? দেখবার এত আছেই বা কি?

অমল

আমাদের জানলার কাছে বসে সেই যে দূরে পাহাড় দেখা যায় আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।

মাধব

কি পাগলের মত কথা! কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, খামকা পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই! কি যে বলে তার ঠিক নেই পাহাড়টা যখন মস্ত বেড়ার মত উঁচু হয়ে আছে তখন ত বুঝতে হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ—নইলে এত বড় বড় পাথর জড় করে এত বড় একটা কাণ্ড করবার দরকার কি ছিল।

অমল

পিসে মশায়, তোমার কি মনে হয় ও বারণ করচে? আমার ঠিক বোধ হয় পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকচে। অনেক দূরের যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দুপুর বেলা একলা জান্‌লার ধারে বসে ঐ ডাক শুন্‌তে পায়! পণ্ডিতরা বুঝি শুন্‌তে পায় না!

মাধব

তারা ত তোমার মত ক্ষ্যাপা নয়—তারা শুনতে চায়ও না।

অমল

আমার মত ক্ষ্যাপা আমি কাল্‌কে একজনকে দেখেছিলুম।

মাধব

সত্যি নাকি! কি রকম শুনি।

অমল

তার কাঁধে এক বাঁশের লাঠি। লাঠির আগায় একটা পুঁটুলি বাঁধা। তার বাঁ হাতে একটা ঘটি। পুরানো একজোড়া নাগরা জুতো পরে সে এই মাঠের পথ দিয়ে ঐ পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাচ্চ? সে বল্লে, কি জানি, যেখানে হয়!—আমি জিজ্ঞাসা করলুম কেন যাচ্চ? সে বল্লে কাজ খুঁজতে যাচ্চি। আচ্ছা, পিসেমশায় কাজ কি খুঁজতে হয়?

মাধব

হয় বই কি! কত লোক কাজ খুঁজে বেড়ায়!

অমল

বেশ ত! আমিও তাদের মত কাজ খুঁজে বেড়াব!

মাধব

খুঁজে যদি না পাও!

অমল

খুঁজে যদি না পাই ত আবার খুঁজব।—তার পরে সেই নাগরা জুতোপরা লোকটা চলে গেল—আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। সেই যেখানে ডুমুর গাছের তলা দিয়ে ঝরণা বয়ে যাচ্চে সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরণার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে—তার পরে পুঁটুলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে আবার পুঁটুলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিলে—পায়ের কাপড় গুটিয়ে

নিয়ে সেই ঝরণার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল। পিসিমাকে বলে রেখেছি ঐ ঝরণার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব।

মাধব

পিসিমা কি বল্লে?

অমল

পিসিমা বল্লেন, তুমি ভাল হও তারপর তোমাকে ঐ ঝরণার ধারে নিয়ে গিয়ে ছাতু খাইয়ে আনব। কবে আমি ভাল হব?

মাধব

আর ত দেরি নেই বাবা।

অমল

দেরি নেই? ভাল হলেই কিন্তু আমি চলে যাব।

মাধব

কোথায় যাবে?

অমল

কত বাঁকা বাঁকা ঝরণার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব—দুপুর বেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে তখন আমি কোথায় কতদূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।

মাধব

আচ্ছা বেশ, আগে তুমি ভাল হও তার পরে তুমি—

অমল

তার পরে আমাকে পণ্ডিত হতে বোলোনা পিসে মশায়!

মাধব

তুমি কি হতে চাও বল।

অমল

এখন আমার কিছু মনে পড়্‌ছে না—আচ্ছা আমি ভেবে বল্‌ব।

মাধব

কিন্তু তুমি অমন করে যে-সে বিদেশী লোককে ডেকে ডেকে কথা বোলোনা।

অমল

বিদেশী লোক আমার ভারি ভাল লাগে।

মাধব

যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যেত?

অমল

তাহলে ত সে বেশ হত! কিন্তু আমাকে ত কেউ ধরে নিয়ে যায় না—সব্বাই কেবল বসিয়ে রেখে দেয়।

মাধব

আমার কাজ আছে আমি চল্লুম—কিন্তু বাবা দেখো বাইরে যেন বেরিয়ে যেয়োনা।

অমল

যাব না। কিন্তু পিসেমশায় রাস্তার ধারের এই ঘরটিতে আমি বসে থাকব।

দইওয়ালা

দই—দই—ভাল দই!

অমল

দইওয়ালা, দইওয়ালা, ও দইওয়ালা!

দইওয়ালা

ডাকছ কেন? দই কিনবে?

অমল

কেমন করে কিনব? আমার ত পয়সা নেই।

দইওয়ালা

কেমন ছেলে তুমি! কিনবে না ত আমার বেলা বইয়ে দা
কেন?

অমল

আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম ত যেতুম।

দইওয়ালা

আমার সঙ্গে?

অমল

হাঁ। তুমি যে কতদূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ শু
আমার মন কেমন করচে।

দইওয়ালা

(দধির বাঁক নামাইয়া) বাবা তুমি এখানে বসে কী করচ ?

অমল

কবিরাজ আমাকে বেরতে বারণ করেচে, তাই আমি সারাদিন এইখেনেই বসে থাকি।

দইওয়ালা

আহা, বাছা তোমার কী হয়েছে!

অমল

আমি জানিনে। আমি ত কিচ্ছু পড়িনি তাই আমি জানিনে আমার কী হয়েছে। দইওয়ালা, তুমি কোথা থেকে আস্‌চ ?

দইওয়ালা

আমাদের গ্রাম থেকে আস্‌চি।

অমল

তোমাদের গ্রাম ? অনে—ক দূরে তোমাদের গ্রাম ?

দইওয়ালা

আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল

পাঁচমুড়া পাহাড়—শাম্‌লী নদী—কি জানি,—হয়ত তোমাদের গ্রাম দেখেছি—কবে সে আমার মনে পড়ে না।

দইওয়ালা

তুমি দেখেছ ? পাহাড়তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে না কি ?

অমল

না, কোনোদিন যাইনি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি

দেখেছি। অনেক পুরণো কালের খুব বড় বড় গাছের ত

তোমাদের গ্রাম—একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওয়ালা

ঠিক বলেছ বাবা।

অমল

সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্চে।

দইওয়ালা

কি আশ্চর্য্য! ঠিক বলচ। আমাদের গ্রামে গোরু চরে

কি, খুব চরে!

অমল

মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কল্‌সি করে

নায়—তাদের লাল সাড়ি পরা!

দইওয়ালা

বা! বা! ঠিক কথা! আমাদের সব গয়লাপাড়ার মে

নদী থেকে জল তুলে ত নিয়ে যায়ই! তবে কি না, তারা

যে লাল সাড়ি পরে তা নয়—কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনে

সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে।

অমল

সত্যি বলচি দইওয়ালা আমি একদিনও যাইনি। কবি

যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে সেদিন তুমি নিয়ে

তোমাদের গ্রামে?

দইওয়ালা

যাব বই কি বাবা, খুব নিয়ে যাব।

অমল

আমাকে তোমার মত ঐ রকম দই বেচ্‌তে শিখিয়ে দিয়ো। ঐ রকম বাঁক কাঁধে নিয়ে—ঐ রকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে।

দইওয়ালা

মরে যাই! দই বেচতে যাবে কেন বাবা? এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌বে।

অমল

না, না, আমি কক্‌খনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কি রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই—ভাল দই! আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও!

দইওয়ালা

হায় পোড়াকপাল! এ সুরও কি শেখবার সুর!

অমল

না, না, ও আমার শুন্‌তে খুব ভাল লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখীর ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারের মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আস্‌ছিল, আমার মনে হচ্ছিল—কি জানি কি মনে হচ্ছিল।

দইওয়ালা

বাবা, এক ভাঁড় দই তুমি খাও!

অমল

আমার ত পয়সা নেই।

দইওয়ালা

না না না না—পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার
একটু খেলে আমি কত খুসি হব।

অমল

তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল?

দইওয়ালা

কিচ্ছু দেরি হয়নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হ
দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম।

(প্রস্থান

অমল

(সুর করিয়া) দই, দই, দই, ভাল দই! সেই প
পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির
তারা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গোরু দাঁড় করিয়ে দুধ
সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে, সেই দই।

দই, দই, দই—ই ভাল দই!—এই যে রাস্তায় প্রহরী পা
করে বেড়াচ্ছে! প্রহরী, প্রহরী, একটিবার শুনে যাওনা প্রহ

প্রহরী

অমন করে ডাকাডাকি করচ কেন? আমাকে ভয়
তুমি?

অমল

কেন, তোমাকে কেন ভয় করব?

প্রহরী

যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই?

অমল

কোথায় ধরে নিয়ে যাবে? অনেক দূরে? ঐ পাহাড় পেরিয়ে?

প্রহরী

একেবারে রাজার কাছে যদি নিয়ে যাই।

অমল

রাজার কাছে? নিয়ে যাওনা আমাকে! কিন্তু আমাকে যে কবিরাজ বাইরে যেতে বারণ করেছে। আমাকে কেউ কোথাও ধরে নিয়ে যেতে পারবে না—আমাকে কেবল দিন রাত্রি এই খানেই বসে থাক্‌তে হবে।

প্রহরী

কবিরাজ বারণ করেচে? আহা, তাই বটে—তোমার মুখ যেন শাদা হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালী পড়েছে। তোমার হাত দুখানিতে শির গুলি দেখা যাচ্চে।

অমল

তুমি ঘণ্টা বাজাবে না প্রহরী?

প্রহরী

এখনো সময় হয়নি!

অমল

কেউ বলে সময় বয়ে যাচ্চে, কেউ বলে সময় হয়নি। আচ্ছা তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেইত সময় হবে।

প্রহরী

সে কি হয়? সময় হলে তবে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিই।

অমল

বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা—আমার শুন্‌তে ভারি ভাল লা দুপুর বেলা আমাদের বাড়িতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে য পিসেমশায় কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের ক্ষুদে কুকুরটা উঠে ঐ কোণের ছায়ায় ল্যাজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমতে থা তখন তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে—ঢংঢংঢং, ঢংঢংঢং ! তোমার কেন বাজে ?

প্রহরী

ঘণ্টা এই কথা সবাইকে বলে, সময় বসে নেই, সময় চলে যাচ্ছে।

অমল

কোথায় চলে যাচ্ছে ? কোন্ দেশে ?

প্রহরী

সে কথা কেউ জানে না।

অমল

সে দেশ বুঝি কেউ দেখে আসেনি ? আমা ইচ্ছে করচে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই—যে দেশের জানে না, সেই অনেক দূরে !

প্রহরী

সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা !

অমল

আমাকেও যেতে হবে ?

প্রহরী

হবে বৈ কি।

অমল

কিন্তু কবিরাজ আমাকে যে বাইরে যেতে বারণ করেছে।

প্রহরী

কোন্‌দিন কবিরাজই হয়ত স্বয়ং হাতে ধরে নিয়ে যাবেন।

অমল

না, না, তুমি তাকে জান না, সে কেবলি ধরে রেখে দেয়।

প্রহরী

তার চেয়ে ভাল কবিরাজ যিনি আছেন তিনি এসে ছেড়ে দিয়ে যান।

অমল

আমার সেই ভাল কবিরাজ কবে আস্‌বেন? আমার যে আর বসে থাকৃতে ভাল লাগ্‌চে না।

প্রহরী

অমন কথা বল্‌তে নেই বাবা।

অমল

না—আমি ত বসেই আছি—যেখানে আমাকে বসিয়ে রেখেছে সেখান থেকে আমিত বেরই নে—কিন্তু তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে ঢংঢংঢং—আর আমার মন কেমন করে! আচ্ছা প্রহরী!

প্রহরী

কি বাবা!

অমল

আচ্ছা, ঐ যে রাস্তার ওপারের বড় বাড়িতে নিশেন উড়িয়ে

দিয়েছে, আর ওখানে সব লোকজন কেবলি আস্‌চে যাচ্চে—ওখানে কী হয়েছে!

প্রহরী

ওখানে নতুন ডাকঘর বসেছে।

অমল

ডাকঘর? কার ডাকঘর?

প্রহরী

ডাকঘর আর কার হবে? রাজার ডাকঘর।—এ ছেলেটি ভারি মজার!

অমল

রাজার ডাকঘরে রাজার কাছ থেকে সব চিঠি আসে?

প্রহরী

আসে বই কি। দেখো একদিন তোমার নামেও চিঠি আস্‌বে!

অমল

আমার নামেও চিঠি আস্‌বে? আমি যে ছেলেমানুষ!

প্রহরী

ছেলেমানুষকে রাজা এতটুকুটুকু ছোট্ট ছোট্ট চিঠি লেখেন।

অমল

বেশ হবে! আমি কবে চিঠি পাব! আমাকেও তিনি চিঠি লিখবেন তুমি কেমন করে জানলে?

প্রহরী

তা নইলে তিনি ঠিক তোমার এই খোলা জানলাটার সাম্‌নেই

অত বড় একটা সোনালি রঙের নিশেন উড়িয়ে ডাকঘর খুল্‌তে যাবেন কেন?—ছেলেটাকে আমার বেশ লাগ্‌চে।

অমল

আচ্ছা, রাজার কাছ থেকে আমার চিঠি এলে আমাকে কে এনে দেবে?

প্রহরী

রাজার যে অনেক ডাকহরকরা আছে—দেখনি বুকে গোল গোল সোনার তকমা পরে তারা ঘুরে বেড়ায়।

অমল

আচ্ছা, কোথায় তারা ঘোরে?

প্রহরী

ঘরে ঘরে, দেশে দেশে।—এর প্রশ্ন শুনলে হাসি পায়।

অমল

বড় হলে আমি রাজার ডাকহরকরা হব।

প্রহরী

হা হা হা হা! ডাকহরকরা! সে ভারি মস্ত কাজ! রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, গরীব নেই বড়মানুষ নেই সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়ানো—সে খুব জবর কাজ!

অমল

তুমি হাস্‌চ কেন? আমার ঐ কাজটাই সকলের চেয়ে ভাল লাগ্‌চে। না না তোমার কাজও খুব ভাল—দুপুর বেলা যখন রোদ্দুর ঝাঁঝাঁ করে তখন ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং—আবার একএকদিন রাত্রে হঠাৎ বিছানায় জেগে উঠে দেখি ঘরের প্রদীপ

নিবে গেছে, বাহিরের কোন্ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা বাজ্‌চে ঢং ঢং ঢং!

প্রহরী

ঐ যে মোড়ল আস্‌চে—আমি এবার পালাই। ও যদি দেখতে পায় তোমার সঙ্গে গল্প করচি তাহলেই মুস্কিল বাধাবে।

অমল

কই মোড়ল, কই, কই?

প্রহরী

ঐ যে অনেক দূরে! মাথায় একটা মস্ত গোলপাতার ছাতি।

অমল

ওকে বুঝি রাজা মোড়ল করে দিয়েছে?

প্রহরী

আরে না। ও আপনি মোড়লি করে। যে ওকে না মানতে চায় ও তার সঙ্গে দিনরাত এমনি লাগে যে ওকে সকলেই ভয় করে। কেবল সকলের সঙ্গে শত্রুতা করেই ও আপনার ব্যবসা চালায়। আজ তবে যাই, আমার কাজ কামাই যাচ্চে। আমি আবার কাল সকালে এসে তোমাকে সমস্ত সহরের খবর শুনিয়ে যাব।

(প্রস্থান)

অমল

রাজার কাছ থেকে রোজ একটা করে চিঠি যদি পাই তাহলে বেশ হয়—এই জানলার কাছে বসে বসে পড়ি। কিন্তু আমি ত পড়তে পারিনে। কে পড়ে দেবে? পিসিমা ত রামায়ণ পড়ে! পিসিমা কি রাজার লেখা পড়তে পারে? কেউ যদি

পড়তে না পারে জনিয়ে রেখে দেব, আমি বড় হলে পড়ব। কিন্তু ডাকহরকরা যদি আমাকে না চেনে! মোড়ল মশায়, ও মোড়ল মশায়—একটা কথা শুনে যাও!

মোড়ল

কে রে! রাস্তার মধ্যে আমাকে ডাকাডাকি করে! কোথাকার বাঁদর এটা!

অমল

তুমি মোড়ল মশায়, তোমাকে ত সবাই মানে!

মোড়ল

(খুসি হইয়া) হাঁ, হাঁ, মানে বই কি! খুব মানে!

অমল

রাজার ডাকহরকরা তোমার কথা শোনে!

মোড়ল

না শুনে তার প্রাণ বাঁচে! বাস্‌রে! সাধ্য কি!

অমল

তুমি ডাকহরকরাকে বলে দেবে আমারি নাম অমল—আমি এই জানলার কাছটাতে বসে থাকি।

মোড়ল

কেন বল দেখি?

অমল

আমার নামে যদি চিঠি আসে—

মোড়ল

তোমার নামে চিঠি! তোমাকে কে চিঠি লিখ্‌বে?

অমল

রাজা যদি চিঠি লেখে তাহলে—

মোড়ল

হা হা হা হা! এ ছেলেটা ত কম নয়! হা হা হা হা! রাজা তোমাকে চিঠি লিখ্‌বে! তা লিখ্‌বে বই কি! তুমি যে তার পরম বন্ধু! ক'দিন তোমার সঙ্গে দেখা না হয়ে রাজা শুকিয়ে যাচ্চে, খবর পেয়েছি! আর বেশি দেরি নেই, চিঠি হয়ত আজই আসে কি কালই আসে!

অমল

মোড়লমশায়, তুমি অমন করে কথা কচ্চ কেন? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

মোড়ল

বাস্‌রে! তোমার উপর রাগ করব! এত সাহস আমার! রাজার সঙ্গে তোমার চিঠি চলে!—মাধবদত্তর বড় বাড় হয়েছে দেখচি! দুপয়সা জমিয়েছে কি না, এখন তার ঘরে রাজা বাদশার কথা ছাড়া আর কথা নেই। রোসনা, ওকে মজা দেখাচ্চি! ওরে ছোঁড়া, বেশ, শীঘ্রই যাতে রাজার চিঠি তোদের বাড়িতে আসে আমি তার বন্দোবস্ত করচি।

অমল

না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

মোড়ল

কেনরে! তোর খবর আমি রাজাকে জানিয়ে দেব—তিনি তাহলে আর দেরি করতে পারবেন না।—তোমাদের খবর নেওয়ার

জন্যে এখনি পাইক পাঠিয়ে দেবেন!—না, মাধবদত্তর ভারি আস্পর্দ্ধা—রাজার কানে একবার উঠ্‌লে দুরন্ত হয়ে যাবে।

(প্রস্থান)

অমল

কে তুমি মল ঝম্ ঝম্ করতে করতে চলেছ একটু দাঁড়াও না ভাই।

(বালিকার প্রবেশ)

বালিকা

আমার কি দাঁড়াবার জো আছে! বেলা বয়ে যায় যে।

অমল

তোমার দাঁড়াতে ইচ্ছা করচে না—আমারো এখানে আর বসে থাক্‌তে ইচ্ছা করে না।

বালিকা

তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্চে যেন সকাল বেলাকার তারা—তোমার কি হয়েছে বল ত!

অমল

জানিনে কি হয়েছে, কবিরাজ আমাকে বেরতে বারণ করেছে।

বালিকা

আহা, তবে বেরিয়োনা—কবিরাজের কথা মেনে চল্‌তে হয়—দুরন্তপনা করতে নেই, তা হলে লোকে দুষ্টু বল্‌বে! বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার মন ছটফট করচে আমি বরঞ্চ তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে দিই।

অমল

না, না, বন্ধ কোরো না—এখানে আমার আর সব বন্ধ কেবল

এইটুকু খোলা। তুমি কে বল না—আমি ত তোমাকে চিনিনে।

বালিকা

আমি সুধা।

অমল

সুধা!

সুধা

জাননা, আমি এখানকার মালিনীর মেয়ে।

অমল

তুমি কি কর?

সুধা

সাজি ভরে ফুল তুলে নিয়ে এসে মালা গাঁথি। এখন ফুল তুল্‌তে চলেছি।

অমল

ফুল তুল্‌তে চলেছ? তাই তোমার পা দুটি অমন খুসি হয়ে উঠেছে—যতই চলেছ মল বাজ্‌চে ঝম্ ঝম্ ঝম্। আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারতুম তাহলে উঁচু ডালে যেখানে দেখা যায় না সেইখান থেকে আমি তোমাকে ফুল পেড়ে দিতুম।

সুধা

তাই বই কি! ফুলের খবর আমার চেয়ে তুমি না কি বেশি জান!

অমল

জানি, আমি খুব জানি। আমি সাত ভাই চম্পার খবর জানি! আমার মনে হয় আমাকে যদি সবাই ছেড়ে দেয়

তাহলে আমি চলে যেতে পারি—খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের সব আগায় যেখানে মনুয়া পাখী বসে বসে দোলা খায় সেইখানে আমি চাঁপা হয়ে ফুট্‌তে পারি। তুমি আমার পারুল দিদি হবে?

সুধা

কি বুদ্ধি তোমার! পারুল দিদি আমি কি করে হব! আমি যে সুধা—আমি শশি মালিনীর মেয়ে। আমাকে রোজ এত এত মালা গাঁথতে হয়। আমি যদি তোমার মত এইখানে বসে থাক্‌তে পার্‌তুম তাহলে কেমন মজা হত!

অমল

তাহলে সমস্ত দিন কি কর্‌তে?

সুধা

আমার বেনে বউ পুতুল আছে তার বিয়ে দিতুম। আমার পুসি মেনি আছে, তাকে নিয়ে—যাই বেলা বয়ে যাচ্ছে দেরি হলে ফুল আর থাক্‌বে না।

অমল

আমার সঙ্গে আর একটু গল্প কর না, আমার খুব ভাল লাগ্‌চে।

সুধা

আচ্ছা বেশ, তুমি দুষ্টমি করোনা, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এইখানে স্থির হয়ে বসে থাক, আমি ফুল তুলে ফেরবার পথে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব।

অমল

আর আমাকে একটি ফুল দিয়ে যাবে?

সুধা

ফুল অম্‌নি কেমন করে দেব? দাম দিতে হবে যে।

অমল

আমি যখন বড় হব তখন তোমাকে দাম দেব। আমি কাজ খুঁজতে চলে যাব ঐ ঝরনা পার হয়ে, তখন তোমাকে দাম দিয়ে যাব।

সুধা

আচ্ছা বেশ।

অমল

তুমি তাহলে ফুল তুলে আস্‌বে?

সুধা

আসব।

অমল

আস্‌বে?

সুধা

আস্‌ব।

অমল

আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাক্‌বে তোমার?

সুধা

না, ভুল্‌ব না। দেখো, মনে থাক্‌বে।

(প্রস্থান)

(ছেলের দলের প্রবেশ)

অমল

ভাই তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ ভাই। একবার একটুখানি এইখানে দাঁড়াও না!

ছেলেরা

আমরা খেল্‌তে চলেছি।

অমল

কী খেল্‌বে তোমরা ভাই?

ছেলেরা

আমরা চাষ খেলা খেলব।

১ ম

(লাঠি দেখাইয়া) এই যে আমাদের লাঙল।

২ য়

আমরা দুজনে দুই গোরু হব।

অমল

সমস্ত দিন খেলবে?

ছেলেরা

হাঁ সমস্ত দি—ন্।

অমল

তার পরে সন্ধ্যার সময় নদীর ধার দিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে?

ছেলেরা

হাঁ, সন্ধ্যার সময় ফিরব।

অমল

আমার এই ঘরের সামনে দিয়েই ফিরো ভাই।

ছেলেরা

তুমি বেরিয়ে এস না খেল্‌বে চল!

অমল

কবিরাজ আমাকে বেরিয়ে যেতে মানা করেছে।

ছেলেরা

কবিরাজ! কবিরাজের মানা তুমি শোন বুঝি। চল্‌ ভাই চল্‌ আমাদের দেরি হয়ে যাচ্চে।

অমল

না ভাই, তোমরা আমার এই জান্‌লার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু খেলা কর—আমি একটু দেখি।

ছেলেরা

এখেনে কী নিয়ে খেল্‌ব!

অমল

এই যে আমার সব খেলনা পড়ে রয়েছে—এ সব তোমরাই নাও ভাই—ঘরের ভিতরে একলা খেল্‌তে ভাল লাগে না—এ সব ধুলোয় ছড়ানো পড়েই থাকে—এ আমার কোনো কাজে লাগে না।

ছেলেরা

বা, বা, বা, কী চমৎকার খেলনা! এযে জাহাজ! এযে জটাইবুড়ি! দেখছিস্‌ ভাই কেমন সুন্দর সিপাই। এ সব তুমি আমাদের দিয়ে দিলে? তোমার কষ্ট হচ্চে না?

অমল

না, কিছু কষ্ট হচ্চে না, সব তোমাদের দিলুম !

ছেলেরা

আর কিন্তু ফিরিয়ে দেব না।

অমল

না, ফিরিয়ে দিতে হবে না।

ছেলেরা

কেউত বক্‌বে না।

অমল

কেউ না, কেউ না ! কিন্তু রোজ সকালে তোমরা এই খেলনা-গুলো নিয়ে আমার এই দরজার সামনে খানিকক্ষণ ধরে খেলো। আবার এগুলো যখন পুরোণো হয়ে যাবে আমি নতুন খেলনা আনিয়ে দেব।

ছেলেরা

বেশ ভাই আমরা রোজ এখানে খেলে যাব। ও ভাই সেপাইগুলোকে এখানে সব সাজা—আমরা লড়াই লড়াই খেলি। বন্দুক কোথায় পাই ?—ঐ যে একটা মস্ত শরকাঠি পড়ে আছে—ঐটেকে ভেঙে ভেঙে নিয়ে আমরা বন্দুক বানাই। কিন্তু ভাই, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়চ !

অমল

হাঁ, আমার ভারি ঘুম পেয়ে আস্‌চে। জানিনে কেন আমার থেকে থেকে ঘুম পায়। অনেকক্ষণ বসে আছি আমি আর বসে থাকতে পারচিনে—আমার পিঠ ব্যথা করচে।

ছেলেরা

এখন যে সবে এক প্রহর বেলা—এখনি তোমার ঘুম পায় কন? ঐ শোন এক প্রহরের ঘণ্টা বাজচে।

অমল

হাঁ, ঐ যে বাজচে ঢং ঢং ঢং—আমাকে ঘুমতে যেতে ডাক্‌চে।

ছেলেরা

তবে আমরা এখন যাই আবার কাল সকালে আসব।

অমল

যাবার আগে তোমাদের একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি চাই। তোমারা ত বাইরে থাক তোমরা ঐ রাজার ডাকঘরের ডাকহরকরাদের চেন?

ছেলেরা

হাঁ চিনি বই কি, খুব চিনি।

অমল

কে তারা, নাম কি?

ছেলেরা

একজন আছে বাদল হরকরা, একজন আছে শরৎ,—আরো কত আছে।

অমল

আচ্ছা আমার নামে যদি চিঠি আসে তারা কি আমাকে চিন্‌তে পারবে?

ছেলেরা

কেন পারবে না? চিঠিতে তোমার নাম থাকলেই তারা তোমাকে ঠিক চিনে নেবে।

অমল

কাল সকালে যখন আস্‌বে তাদের একজনকে ডেকে এনে আমাকে চিনিয়ে দিয়ো না!

ছেলেরা

আচ্ছা দেব।

৩

অমল শয্যাগত

অমল

পিসেমশায়, আজ আর আমার সেই জানলার কাছেও যেতে পারব না? কবিরাজ বারণ করেছে?

মাধব

হাঁ বাবা। সেখানে রোজ রোজ বসে থেকেইত তোমার ব্যামো বেড়ে গেছে।

অমল

না পিসেমশায়, না,—আমার ব্যামোর কথা আমি কিছুই জানিনে কিন্তু সেখানে থাকলে আমি খুব ভাল থাকি।

মাধব

সেখানে বসে বসে তুমি এই সহরের যত রাজ্যের ছেলেবুড়ো সকলের সঙ্গেই ভাব করে নিয়েছ—আমার দরজার কাছে রোজ যেন একটা মস্ত মেলা বসে যায়—এতেও কি কখনো শরীর টেঁকে! দেখ দেখি আজ তোমার মুখখানা কিরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে!

অমল

পিসেমশায়, আমার সেই ফকির হয়ত আজ আমাকে জানলার কাছে না দেখতে পেয়ে চলে যাবে।

মাধব

তোমার আবার ফকির কে?

অমল

সেই যে রোজ আমার কাছে এসে নানা দেশ-বিদেশের কথা বলে যায়—শুনতে আমার ভারি ভাল লাগে।

মাধব

কই আমি ত কোনো ফকিরকে জানিনে।

অমল

এই ঠিক তার আসবার সময় হয়েছে—তোমার পায়ে পড়ি তুমি তাকে একবার বলে এসনা, সে যেন আমার ঘরে এসে একবার বসে!

(ফকিরবেশে ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ)

অমল

এই যে, এই যে ফকির—এস আমার বিছানায় এসে বস।

মাধব

একি! এ যে—

ঠাকুর্দ্দা

(চোখ ঠারিয়া) আমি ফকির!

মাধব

তুমি যে কী নও তাত ভেবে পাইনে।

অমল

এবারে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ফকির?

ফকির

আমি ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়েছিলুম—সেইখান থেকেই এইমাত্র আসচি।

মাধব

ক্রৌঞ্চদ্বীপে ?

ফকির

এতে আশ্চর্য্য হও কেন ? তোমাদের মত আমাকে পেয়েছ ? আমার ত যেতে কোনো খরচ নেই। আমি যেখানে খুসি যেতে পারি।

অমল

(হাততালি দিয়া) তোমার ভারি মজা ! আমি যখন ভাল হব তখন তুমি আমাকে চেলা করে নেবে বলেছিলে, মনে আছে ফকির !

ফকির

খুব মনে আছে। বেড়াবার এমন সব মন্ত্র শিখিয়ে দেব যে সমুদ্রে পাহাড়ে অরণ্যে কোথাও কিছুতে বাধা দিতে পারবে না।

মাধব

এসব কী পাগলের মত কথা হচ্চে তোমাদের ?

ঠাকুর্দ্দা

বাবা অমল, পাহাড় পর্ব্বত সমুদ্রকে ভয় করিনে—কিন্তু তোমার এই পিসেটির সঙ্গে যদি আবার কবিরাজ এসে জোটেন তাহলে আমার মন্ত্রকে হার মানতে হবে !

অমল

না, না, পিসেমশায় তুমি কবিরাজকে কিছু বোলো না !—এখন আমি এইখানেই শুয়ে থাকব, কিচ্ছু করবনা—কিন্তু যেদিন আমি ভাল হব সেইদিনই আমি ফকিরের মন্ত্র নিয়ে চলে যাব—নদী পাহাড় সমুদ্রে আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না।

মাধব

ছি বাবা, কেবলি অমন যাই যাই করতে নেই—শুনলে আমার মন কেমন খারাপ হয়ে যায়।

অমল

ক্রৌঞ্চদ্বীপ কি রকম দ্বীপ আমাকে বলনা ফকির?

ঠাকুর্দ্দা

সে ভারি আশ্চর্য্য জায়গা। সে পাখীদের দেশ—সেখানে মানুষ নেই। তারা কথা কয় না, চলে না, তারা গান গায় আর ওড়ে।

অমল

বাঃ কী চমৎকার! সমুদ্রের ধারে?

ঠাকুর্দ্দা

সমুদ্রের ধারে বই কি?

অমল

সব নীলরঙের পাহাড় আছে?

ঠাকুর্দ্দা

নীল পাহাড়েই ত তাদের বাসা। সন্ধ্যের সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্য্যাস্তের আলো এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখী তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে—সেই আকাশের রঙে পাখীর রঙে পাহাড়ের রঙে সে এক কাণ্ড হয়ে ওঠে।

অমল

পাহাড়ে ঝরনা আছে?

ঠাকুর্দ্দা

বিলক্ষণ? ঝরণা না থাকলে কি চলে! একেবারে হীরে

গালিয়ে ঢেলে দিচ্চে ! আর তার কী নৃত্য ! নুড়িগুলোকে ঠুং ঠাং ঠুং ঠাং করে বাজাতে বাজাতে কেবলি কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ করতে করতে ঝরণাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়চে। কোনো কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে একদণ্ড কোথাও আট্‌কে রাখে। পাখীগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষ বলে যদি একঘরে করে না রাখত তাহলে ঐ ঝরণার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার একপাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতুম।

অমল

আমি যদি পাখী হতুম তাহলে—

ঠাকুর্দ্দা

তাহলে একটা ভারি মুস্কিল হত। শুনলুম তুমি নাকি দইওয়ালাকে বলে রেখেছ বড় হলে তুমি দই বিক্রি করবে—পাখীদের মধ্যে তোমার দইয়ের ব্যবসাটা তেমন বেশ জম্‌ত না। বোধহয় ওতে তোমার কিছু লোকসানই হত !

মাধব

আর ত আমার চল্‌ল না ! আমাকে সুদ্ধ তোমরা ক্ষেপিয়ে দেবে দেখচি। আমি চল্লুম !

অমল

পিসেমশায়, আমার দইওয়ালা এসে চলে গেছে ?

মাধব

গেছে বই কি। তোমার ঐ সখের ফকিরের তল্পী বয়ে ক্রৌঞ্চ-দ্বীপের পাখীর বাসায় উড়ে বেড়ালে তার ত পেট চলে না ! সে তোমার জন্য এক ভাঁড় দই রেখে গেছে। বলে গেছে তাদের

গ্রামে তার বোন্‌ঝির বিয়ে—তাই সে কলমিপাড়ায় বাঁশির ফরমাস দিতে যাচ্চে—তাই বড় ব্যস্ত আছে।

অমল

সে যে বলেছিল আমার সঙ্গে তার ছোট বোন্‌ঝিটির বিয়ে দেবে।

ঠাকুর্দ্দা

তবে ত বড় মুস্কিল দেখচি।

অমল

বলেছিল সে আমার টুক্‌টুকে বউ হবে—তার নাকে নোলক, তার লাল ডুরে শাড়ি। সে সকাল বেলা নিজের হাতে কালো গোরু দুইয়ে নতুন মাটির ভাঁড়ে আমাকে ফেনাসুদ্ধ দুধ খাওয়াবে, আর সন্ধ্যের সময় গোয়াল ঘরে প্রদীপ দেখিয়ে এসে আমার কাছে বসে সাত ভাই চম্পার গল্প করবে।

ঠাকুর্দ্দা

বা, বা, খাসা বউত! আমি যে ফকির মানুষ আমারি লোভ হয়। তা বাবা, ভয় নেই, এবারকার মত বিয়ে দিক না, আমি তোমাকে বলচি, তোমার দরকার হলে কোনোদিন ওর ঘরে বোন্‌ঝির অভাব হবে না।

মাধব

যাও, যাও! আর ত পারা যায় না।

(প্রস্থান)

অমল

ফকির, পিসেমশায়ত গিয়েছেন—এইবার আমাকে চুপিচুপি বলনা ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে?

ঠাকুর্দ্দা

শুনেছি ত তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে চিঠি এখন পথে আছে।

অমল

পথে? কোন পথে? সেই যে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেকদূরে দেখা যায় সেই ঘন বনের পথে?

ঠাকুর্দ্দা

তবে ত তুমি সব জান দেখ্‌চি, সেই পথেই ত।

অমল

আমি সব জানি ফকির।

ঠাকুর্দ্দা

তাইত দেখতে পাচ্চি—কেমন করে জানলে?

অমল

তা আমি জানিনে। আমি যেন চোখের সাম্‌নে দেখতে পাই—মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেচি—সে অনেকদিন আগে—কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্চি, রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলি নেমে আস্‌চে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কতদিন কতরাত ধরে সে কেবলি নেমে আস্‌চে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরণার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলি চলে আসচে—নদীর ধারে জোয়ারির ক্ষেত; তারি সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবলি আস্‌চে—তার পরে আখের ক্ষেত—সেই আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলি চলে

আস্‌চে—রাতদিন একলাটি চলে আস্‌চে; ক্ষেতের মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাক্‌চে—নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদা-খোঁচা ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্চে—আমি সমস্ত দেখ্‌তে পাচ্চি। যতই সে আস্‌চে দেখচি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুসি হয়ে হয়ে উঠচে।

ঠাকুর্দ্দা

অমন নবীন চোখ ত আমার নেই তবু তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্চি।

অমল

আচ্ছা ফকির, যাঁর ডাকঘর তুমি সেই রাজাকে জান?

ঠাকুর্দ্দা

জানি বই কি। আমি যে তাঁর কাছে রোজ ভিক্ষা নিতে যাই।

অমল

সে ত বেশ! আমি ভাল হয়ে উঠলে আমিও তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যাব! পারব না যেতে?

ঠাকুর্দ্দা

বাবা, তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই দিয়ে দেবেন।

অমল

না, না, আমি তাঁর দরজার সাম্‌নে পথের ধারে দাঁড়িয়ে জয় হোক্ বলে ভিক্ষা চাইব—আমি খঞ্জনি বাজিয়ে নাচব—সে বেশ হবে না?

ঠাকুর্দ্দা

সে খুব ভাল হবে। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমারও পেট ভরে ভিক্ষা মিল্‌বে। তুমি কী ভিক্ষা চাইবে?

অমল

আমি বল্‌ব আমাকে তোমার ডাকহরকরা করে দাও আমি অম্‌নি লণ্ঠন হাতে ঘরে ঘরে তোমার চিঠি বিলি করে বেড়াব। জান ফকির, আমাকে একজন বলেছে আমি ভাল হয়ে উঠ্‌লে সে আমাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে। আমি তার সঙ্গে যেখানে খুসি ভিক্ষা করে বেড়াব।

ঠাকুর্দ্দা

কে বল দেখি?

অমল

ছিদাম।

ঠাকুর্দ্দা

কোন্‌ ছিদাম?

অমল

সেই যে অন্ধ খোঁড়া। সে রোজ আমার জানলার কাছে আসে। ঠিক আমার মত একজন ছেলে তাকে চাকার গাড়িতে করে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আমি তাকে বলেছি আমি ভাল হয়ে উঠ্‌লে তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়াব।

ঠাকুর্দ্দা

সে ত বেশ মজা হবে দেখ্‌চি।

অমল

সেই আমাকে বলেছে কেমন করে ভিক্ষা করতে হয়

আমাকে শিখিয়ে দেবে। পিসেমশায়কে আমি বলি ওকে ভিক্ষা দিতে, তিনি বলেন ও মিথ্যা কানা, মিথ্যা খোঁড়া। আচ্ছা ও যেন মিথ্যা কানাই হল কিন্তু চোখে দেখ্‌তে পায় না সেটাত সত্যি।

ঠাকুর্দ্দা

ঠিক বলেছ বাবা, ওর মধ্যে সত্যি হচ্চে ঐটুকু যে, ও চোখে দেখ্‌তে পায় না—তা ওকে কানা বল আর নাই বল। তা ও ভিক্ষা পায় না তবে তোমার কাছে বসে থাকে কী করতে?

অমল

ওকে যে আমি শোনাই কোথায় কী আছে! বেচারা দেখ্‌তে পায় না। তুমি যে-সব দেশের কথা আমাকে বল সে-সব আমি ওকে শুনিয়ে দিই। তুমি সেদিন আমাকে সেই যে হাল্কা দেশের কথা বলেছিলে, যেখানে কোনো জিনিষের কোনো ভার নেই—যেখানে একটু লাফ দিলেই অম্‌নি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায় সেই হাল্কা দেশের কথা শুনে ও ভারি খুসি হয়ে উঠেছিল। আচ্ছা ফকির সে দেশে কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যায়?

ঠাকুর্দ্দা

ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে সে হয়ত খুঁজে পাওয়া শক্ত।

অমল

ও বেচারা যে অন্ধ ও হয়ত দেখ্‌তেই পাবে না—ওকে কেবল ভিক্ষাই করে বেড়াতে হবে। তাই নিয়ে ও দুঃখ করছিল—

আমি ওকে বল্লুম ভিক্ষা করতে গিয়ে তুমি যে কত বেড়াতে পাও, সবাইত সে পায় না।

ঠাকুর্দ্দা

বাবা, ঘরে বসে থাক্‌লেই বা এত কিসের দুঃখ!

অমল

না, না, দুঃখ নেই। প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফুরচ্চে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভাল লাগে—এই ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভাল লাগে—একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছবে সে কথা মনে করলেই আমি খুব খুসি হয়ে চুপ করে বসে থাক্‌তে পারি। কিন্তু রাজার চিঠিতে কী যে লেখা থাক্‌বে তাত আমি জানিনে।

ঠাকুর্দ্দা

তা নাই জান্‌লে। তোমার নামটিত লেখা থাক্‌বে—তাহলেই হল।

(মাধবের প্রবেশ)

মাধব

তোমরা দুজনে মিলে এ কী ফ্যাসাদ্ বাধিয়ে বসে আছ বল দেখি!

ঠাকুর্দ্দা

কেন হয়েছে কি?

মাধব

শুন্‌চি, তোমরা নাকি রটিয়েছ রাজা তোমাদেরই চিঠি লিখ্‌বেন বলে ডাকঘর বসিয়েছেন!

ঠাকুর্দ্দা

তাতে হয়েচে কি ?

মাধব

আমাদের পঞ্চানন মোড়ল সেই কথাটি রাজার কাছে লাগিয়ে বেনামি চিঠি লিখে দিয়েছে।

ঠাকুর্দ্দা

সকল কথাই রাজার কানে ওঠে সেকি আমরা জানিনে।

মাধব

তবে সামলে চল না কেন ? রাজা বাদশার নাম করে অমন যা-তা কথা মুখে আন কেন ? তোমরা যে আমাকে শুদ্ধ মুস্কিলে ফেল্‌বে !

অমল

ফকির, রাজা কি রাগ করবে !

ঠাকুর্দ্দা

অম্‌নি বল্লেই হল ! রাগ করবে ! কেমন রাগ করে দেখি না ! আমার মত ফকির আর তোমার মত ছেলের উপর রাগ করে সে কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে !

অমল

দেখ ফকির, আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপরে থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে আস্‌চে, মনে হচ্চে সব যেন স্বপ্ন। একেবারে চুপ করে থাকৃতে ইচ্ছে করচে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করচে না। রাজার চিঠি কি আস্‌বে না ? এখনি এই ঘর যদি সব মিলিয়ে যায়—যদি—

ঠাকুর্দ্দা

(অমলকে বাতাস করিতে করিতে)

আস্‌বে, চিঠি আজই আস্‌বে।

(কবিরাজের প্রবেশ)

কবিরাজ

আজ কেমন ঠেক্‌চে?

অমল

কবিরাজমশায়, আজ খুব ভাল বোধ হচ্চে—মনে হচ্চে যেন সব বেদনা চলে গেছে।

কবিরাজ

(জনান্তিকে মাধবের প্রতি) ঐ হাসিটিত ভাল ঠেক্‌চে না। ঐ যে বলচে খুব ভাল বোধ হচ্চে ঐটেই হল খারাপ লক্ষণ। আমাদের চক্রধর দত্ত বলচেন—

মাধব

দোহাই কবিরাজমশায়, চক্রধর দত্তের কথা রেখে দিন্। এখন বলুন ব্যাপারখানা কি!

কবিরাজ

বোধ হচ্চে আর ধরে রাখা যাবে না। আমিত নিষেধ করে গিয়েছিলুম কিন্তু বোধ হচ্চে বাইরের হাওয়া লেগেছে।

মাধব

না কবিরাজমশায়, আমি ওকে খুব করেই চারিদিক থেকে আগ্‌লে সাম্‌লে রেখেছি। ওকে বাইরে যেতে দিইনে—দরজা ত প্রায়ই বন্ধই রাখি।

কবিরাজ

হঠাৎ আজ একটা কেমন হাওয়া দিয়েছে—আমি দেখে এলুম তোমাদের সদর দরজার ভিতর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বইচে। ওটা একেবারেই ভাল নয়। ও দরজাটা বেশ ভাল করে তালাচাবি বন্ধ করে দাও। না হয় দিন দুই তিন তোমাদের এখানে লোক আনাগোনা বন্ধই থাক্ না। যদি কেউ এসে পড়ে খিড়কি দরজা আছে। ঐ যে জান্‌লা দিয়ে সূর্য্যাস্তের আভাটা আস্‌চে ওটাও বন্ধ করে দাও, ওতে রোগীকে বড় জাগিয়ে রেখে দেয়।

মাধব

অমল চোখ বুজে রয়েছে, বোধ হয় ঘুমচ্চে। ওর মুখ দেখে মনে হয় যেন—কবিরাজমশায়, যে আপনার নয় তাকে ঘরে এনে রাখ্‌লুম, তাকে ভালবাসলুম, এখন বুঝি আর তাকে রাখ্‌তে পারব না।

কবিরাজ

ও কি! তোমার ঘরে যে মোড়ল আস্‌চে। এ কি উৎপাত! আমি আসি ভাই। কিন্তু তুমি যাও এখনি ভাল করে দরজাটা বন্ধ করে দাও! আমি বাড়ি গিয়েই একটা বিষবড়ি পাঠিয়ে দিচ্চি—সেইটে খাইয়ে দেখ—যদি রাখবার হয়ত সেইটেতেই টেনে রাখ্‌তে পারবে!

(মাধব ও কবিরাজের প্রস্থান)

(মোড়লের প্রবেশ)

মোড়ল

কি রে ছোঁড়া!

ঠাকুর্দ্দা

(তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

আরে আরে চুপ্ চুপ্!

অমল

না ফকির! তুমি ভাব্‌চ আমি ঘুমচ্চি! আমি ঘুমইনি। আমি সব শুন্‌চি। আমি যেন অনেকদূরের কথাও শুন্‌তে পাচ্চি। আমার মনে হচ্চে আমার মা আমার বাবা যেন শিয়রের কাছে কথা কচ্চেন!

(মাধবের প্রবেশ)

মোড়ল

ওহে মাধবদত্ত, আজ কাল তোমাদের যে খুব বড় বড় লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ!

মাধব

বলেন কি, মোড়লমশায়! এমন পরিহাস করবেন না। আমরা নিতান্তই সামান্য লোক।

মোড়ল

তোমাদের এই ছেলেটি যে রাজার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

মাধব

ও ছেলেমানুষ, ও পাগল, ওর কথা কি ধরতে আছে!

মোড়ল

না, না, এতে আর আশ্চর্য্য কি! তোমাদের মত এমন যোগ্য ঘর রাজা পাবেন কোথায়? সেইজন্যই দেখচ না, ঠিক

তোমাদের জানলার সামনেই রাজার নতুন ডাকঘর বসেছে! ওরে ছোঁড়া, তোর নামে রাজার চিঠি এসেছে যে!

অমল

(চমকিয়া উঠিয়া) সত্যি?

মোড়ল

একি সত্যি না হয়ে যায়! তোমার সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব! (একখানা অক্ষরশূন্য কাগজ দিয়া) হাহাহাহা, এই যে তাঁর চিঠি।

অমল

আমাকে ঠাট্টা কোরো না। ফকির, ফকির, তুমি বলনা, এই কি সত্যি তাঁর চিঠি?

ঠাকুর্দ্দা

হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বল্‌চি এই সত্য তাঁর চিঠি!

অমল

কিন্তু আমি যে এতে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চিনে—আমার চোখে আজ সব শাদা হয়ে গেছে! মোড়লমশায় বলে দাওনা এ চিঠিতে কী লেখা আছে!

মোড়ল

রাজা লিখ্‌চেন, আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্চি, আমার জন্যে তোমাদের মুড়িমুড়কির ভোগ তৈরি করে রেখো—রাজভবন আর আমার এক দণ্ড ভাল লাগ্‌চে না। হাহাহাহা।

মাধব

(হাত জোড় করিয়া) মোড়লমশায় দোহাই আপনার, এসব কথা নিয়ে পরিহাস করবেন না!

ঠাকুর্দ্দা

পরিহাস! কিসের পরিহাস! পরিহাস করেন এমন সাধ্য আছে ওঁর।

মাধব

আরে! ঠাকুর্দ্দা, তুমিও ক্ষেপে গেলে নাকি!

ঠাকুর্দ্দা

হাঁ, আমি ক্ষেপেছি! তাই আজ এই শাদা কাগজে অক্ষর দেখ্‌তে পাচ্চি। রাজা লিখ্‌চেন তিনি স্বয়ং অমলকে দেখ্‌তে আস্‌চেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে করে আন্‌চেন।

অমল

ফকির, ঐ যে, ফকির, তাঁর বাজনা বাজ্‌চে, শুন্‌তে পাচ্চ না?

মোড়ল

হাহাহাহা! উনি আরো একটু না ক্ষেপলে ত শুন্‌তে পাবেন না।

অমল

মোড়লমশায়, আমি মনে করতুম, তুমি আমার উপর রাগ করেচ—তুমি আমাকে ভালবাসনা। তুমি যে সত্যি রাজার চিঠি আন্‌বে এ আমি মনে করিনি—দাও আমাকে তোমার পায়ের ধুলো দাও।

মোড়ল

না, এ ছেলেটার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। বুদ্ধি নেই বটে কিন্তু মনটা ভাল।

অমল

এতক্ষণে চার প্রহর হয়ে গেছে বোধ হয়! ঐ যে ঢং ঢং ঢং—

ঢং ঢং ঢং! সন্ধ্যাতারা কি উঠেছে ফকির? আমি কেন দেখ্‌তে পাচ্চিনে?

ঠাকুর্দ্দা

ওরা যে জানলা বন্ধ করে দিয়েছে, আমি খুলে দিচ্চি।

(বাহিরে দ্বারে আঘাত)

মাধব

ও কি ও! ও কেও! এ কী উৎপাত!

বাহির হইতে

খোল দ্বার!

মাধব

কে তোমরা?

বাহির হইতে

খোল দ্বার!

মাধব

মোড়লমশায়! এ ত ডাকাত নয়!

মোড়ল

কেরে! আমি পঞ্চানন মোড়ল! তোদের মনে ভয় নেই নাকি। দেখ একবার; শব্দ থেমেছে! পঞ্চাননের আওয়াজ পেলে আর রক্ষা নেই! যত বড় ডাকাতই হোক্‌না—

মাধব

(জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া) দ্বার যে ভেঙে ফেলেছে তাই আর শব্দ দেই!

(রাজদূতের প্রবেশ)

রাজদূত

মহারাজ আজ রাত্রে আস্‌বেন।

মোড়ল

কি সর্ব্বনাশ!

অমল

কতরাত্রে দূত? কত রাত্রে?

দূত

আজ দুই প্রহর রাত্রে।

অমল

যখন আমার বন্ধু প্রহরী নগরের সিংহদ্বারে ঘণ্টা বাজাবে
ং ঢং, ঢং ঢং ঢং—তখন?

দূত

হাঁ, তখন! রাজা তাঁর বালক বন্ধুটিকে দেখবার জন্যে তাঁর
লের চেয়ে বড় কবিরাজকে পাঠিয়েছেন।

(রাজকবিরাজের প্রবেশ)

রাজকবিরাজ

এ কি! চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ! খুলে দাও, খুলে দাও,
দ্বার জান্‌লা আছে সব খুলে দাও! (অমলের গায়ে হাত
।) বাবা, কেমন বোধ করচ?

অমল

খুব ভাল, খুব ভাল কবিরাজমশায়! আমার আর কোনো
খে নেই, কোনো বেদনা নেই! আঃ সব খুলে দিয়েছ,—সব
রাগুলি দেখ্‌তে পাচ্চি—অন্ধকারের ওপারকার সব তারা!

কবিরাজ

অর্দ্ধরাত্রে যখন রাজা আস্‌বেন তখন তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে তাঁর সঙ্গে বেরতে পারবে ?

অমল

পারব আমি পারব ! বেরতে পারলে আমি বাঁচি। আমি রাজাকে বলব এই অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারাটিকে দেখিয়ে দাও। আমি সে তারা বোধহয় কতবার দেখেছি কিন্তু সেযে কোন্‌টা সে ত আমি চিনিনে।

কবিরাজ

তিনি সব চিনিয়ে দেবেন। (মাধবের প্রতি) এই ঘরটি রাজার আগমনের জন্য পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখ ! (মোড়লকে নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ লোকটিকে ত এ ঘরে রাখা চল্‌বে না !

অমল

না, না, কবিরাজমশায়, উনি আমার বন্ধু ! তোমরা যখন আসনি উনিই আমাকে রাজার চিঠি এনে দিয়েছিলেন।

কবিরাজ

আচ্ছা, বাবা, উনি যখন তোমার বন্ধু তখন উনিও এ ঘরে রইলেন।

মাধব

(অমলের কানে কানে) বাবা, রাজা তোমাকে ভালবাসেন তিনি স্বয়ং আজ আস্‌চেন—তাঁর কাছে আজ কিছু প্রার্থনা কোরো ! আমাদের অবস্থা ত ভাল নয় ! জান ত সব।

অমল

সে আমি ঠিক করে রেখেছি পিসেমশায়—সে তোমার কোনো ভাবনা নেই।

মাধব

কি ঠিক করেছ বাবা?

অমল

আমি তাঁর কাছে চাইব তিনি যেন আমাকে তাঁর ডাকঘরের হরকরা করে দেন—আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করব।

মাধব

(ললাটে করাঘাত করিয়া) হায় আমার কপাল!

অমল

পিসেমশায় রাজা আস্‌বেন, তাঁর জন্যে কী ভোগ তৈরি রাখ্‌বে?

দূত

তিনি বলে দিয়েছেন তোমাদের এখানে তাঁর মুড়িমুড়কির ভোগ হবে।

অমল

মুড়ি মুড়কি! মোড়লমশায়, তুমিত আগেই বলে দিয়েছিলে, রাজার সব খবরই তুমি জান! আমরা ত কিছুই জানতুম না!

মোড়ল

আমার বাড়িতে যদি লোক পাঠিয়ে দাও তাহলে রাজার জন্যে ভাল ভাল কিছু—

রাজকবিরাজ

কোনো দরকার নেই! এইবার তোমরা সকলে স্থির হও! এল, এল, ওর ঘুম এল! আমি বালকের শিয়রের কাছে বস্‌ব—ওর ঘুম আস্‌চে! প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও—এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক্! ওর ঘুম এসেছে।

মাধব

(ঠাকুর্দ্দার প্রতি) ঠাকুর্দ্দা তুমি অমন মূর্ত্তিটির মত হাতজোড় করে নীরব হয়ে আছ কেন? আমার কেমন ভয় হচ্ছে! এ যা দেখ্‌চি এ সব কি ভাল লক্ষণ? এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্চে কেন? তারার আলোতে আমার কী হবে!

ঠাকুর্দ্দা

চুপ কর অবিশ্বাসী! কথা কোয়োনা!

(সুধার প্রবেশ)

সুধা

অমল!

রাজকবিরাজ

ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধা

আমি যে ওর জন্যে ফুল এনেছি—ওর হাতে কি দিতে পারব না?

রাজকবিরাজ

আচ্ছা, দাও তোমার ফুল!

সুধা

ও কখন্ জাগ্‌বে ?

রাজকবিরাজ

এখনি যখন রাজা এসে ওকে ডাক্‌বেন।

সুধা

তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে ?

রাজকবিরাজ

কি বল্‌ব ?

সুধা

বোলো যে, সুধা তোমাকে ভোলেনি।